রোকসানা আক্তার,

সহকারী শিক্ষক (জীববিজ্ঞান),

দি ফ্লাওয়ার্স কে জি এন্ড হাইস্কুল,

মৌলভীবাজার।

'মৌন নক্ষত্র' যৌথ গ্রন্থে আমার প্রকাশিত কবিতা

(‌এক)

প্রকৃতির রূপ

রোকসানা আক্তার

প্রকৃতি কখনো কারো একার হয়না,

নিজের ভাবতে কেউ করে না মানা।

হারিয়ে যাই তার কাছে থাকি যখন ,

নিজেকে অনেক বেশি সুখী ভাবি তখন।

বারবার তার কাছে যেতে চায় মন,

প্রতিক্ষায় থাকি কখন আসবে সে ক্ষণ।

প্রকৃতি আমায় যেন ডাকে কাছে যেতে,

আমিওতো চাই তাকে কাছে পেতে।

নানা রংয়ের ফুলের সমারোহে

কেটেছিল সময়টা দারুণ মোহে।

প্রকৃতির রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে

কখন যে বসে গেলাম দেখতে ছুঁয়ে।

সাথে ছিলেন কয়েক প্রিয় মানুষজন

বুঝতেই পারিনি সময় ফুরোলো কখন।

হয়তো ওখানে নয়,অন্য কোনোখানে

থাকব মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে ওরই পানে।

আবেগে বসে যাবো ওই রূপ ভালবেসে

গভীর মিতালি করে যাবো আমি মিশে।

নীল আকাশের নীচে মনোমুগ্ধকর সমুদ্রের জল,

মন ছুঁয়ে গভীর মিতালি হয়েছিল কেবল।

জলস্রোত ছলচ্ছল শব্দ আমায় ডাকে বারবার,

আর যে কবে হব এ শব্দে আত্মহারা আবার!

নির্মল বাতাসে আবার তোমার পাশাপাশি হেঁটেও,

কয়েক ক্রোশ যেতে যেতে হব না ক্লান্ত মোটেও।

----------------------------------------

(দুই)

---------------------------------------

(দুই)

জাগো নারী

রোকসানা আক্তার

আজ আর দিন নয় ঘরে বসে থাকার,

'তোমায় নিয়ে কে কী ভাবল'- এটা ভাববার।

আত্মনির্ভরশীল হয়ে চলতে যেন পারো,

গর্ব করে বলতে পারো- ' দয়া চাইনা কারো'।

সবার প্রথম নিজের মনে কর দৃঢ় পণ,

থাকতে হবে সাহস মনে ছেলেদের সমান।

পড়াশোনা করে আগে প্রতিষ্ঠিত হও,

বাল্যবিবাহ বন্ধে কাজ করে যাও।

যৌতুকের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থানে থাকো,

পরিবার ও সমাজকে এ বিষয়ে সচেতন রাখো।

তিরস্কার কর তাদের যৌতুক চায় যারা,

সংস্কার করো সমাজ,বিয়ে হবে যৌতুক ছাড়া।

জন্মদাতা পিতাকে যেন হতে না হয় অপমান,

করো তোমার অবস্থান এক ছেলের সমান।

স্বভাব- চরিত্র, কাজ - কর্মে পরিচ্ছন্ন থেকে,

শুদ্ধ মানুষ হিসাবে তৈরী কর নিজেকে।

মা,বোন,স্ত্রী তুমি- ঋণী করো মমতায়,

কাজ এমন করনা যেন পরিবার লজ্জা পায়।

ভালবাসায় বেঁধে রাখো সকল আত্মীয়- স্বজন,

তবেইতো হবে তুমি সকলের প্রিয়জন।

আত্মনির্ভর বলে পরিবারকে অবহেলা না করে,

সকলের কাছে যেন তোমার প্রয়োজন বাড়ে।

সমানভাবে ঘরে বাইরে কাজ করে যাবে,

সংসারে শান্তি থাকলে তুমি কাজের শক্তি পাবে।

---------------------------------------------------------------

তিন)

নারী

রোকসানা আক্তার

মনের গহীনে তোলপাড় করা ঝড়ে

কত নারী প্রতিদিন নীরবে কেঁদে মরে।

পরিবারের স্বজনদের সুখের কথা ভেবে

সব দুঃখ,কষ্ট, যন্ত্রণা সহ্য করছে নীরবে।

সমাজ - সংসার নিচ্ছে অবলা ভেবে যাকে

'ওদের ভাল হোক'-এই চিন্তা সর্বদাই তাঁর থাকে।

ঘর থেকে বের হতে ভাবতে হয় দশবার

অপ্রকাশিত থেকে যায় শত ভাবনা তাঁর।

ভাবেনা অপূর্ণ থাকা অনেক ইচ্ছার কথা

অভিনয়ে পটু হয়ে লুকায় সকল ব্যথা।

সকলের স্বাদের খাবার রান্নায় সদা ব্যস্ত

এই কাজে সারাজীবন নিজেকে করেন অভ্যস্ত।

কে কী খাবে,কী পরবে, সব চিন্তা যেন তাঁর

নিজের জন্য একমিনিটও সময় নেই ভাববার।

শৈশবেই ঢুকানো হয় মাথার ভিতর এমন

' তুমি যে নারী, চলতে পারনা ইচ্ছা যেমন তেমন।

কত বিপদ অপেক্ষা করে আছে তোমার জন্য,

ঘরের কাজ করা ছাড়া আর উপায় নাই অন্য।'

এ সব কথা মনে রেখে নারী বলি দেন কত প্রতিভা

অপরাধ যেন হয়ে যাবে কিছু করতে যাওয়া ভাবা।

পাল্টেছে সমাজ, পাল্টেছে সময় ও যুগ

তবুও নারী যেন মাধ্যম, প্রকাশের সবার ক্ষোভ।

অনেকের প্রশ্ন তোমায়,' এমন কর কাজ কী?'

যে যাই বলুক, চিন্তা তাঁর -'কেমনে খুশি রাখি?'

এভাবেই যাচ্ছে অধিকাংশ নারীর দিন,বছর

জীবন থাকতে পান না কোথাও কোন অবসর।

কারো মা ও বোন,কারো স্ত্রী বা মেয়ে এই সব নারী

সবাই মিলেই তাঁদের সকল কষ্ট দূর করতে পারি।

----------------------------------------------------------------

মহান একুশের চেতনা

রোকসানা আক্তার

রক্তে রাঙা রাজপথ দেখে

গর্জে উঠা বাংলাদেশে,

রাষ্ট্রভাষা বাংলাভাষা

স্বীকৃতি পায় এই একুশে।

রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল পথ

বাংলা ভাষারই জন্য,

বিশ্ব ইতিহাসে আত্মত্যাগের

এক দৃষ্টান্ত অনন্য।

মাতৃভাষা বাংলা মোদের

এই গর্ব থাকবে আজীবন,

শহীদ ভাইয়েরা এই ভাষারই জন্য

বরণ করেছেন মরণ।

সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার দের

জাতি কখনো ভুলবে না,

স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় ছিল

মহান একুশের চেতনা।

একুশ শেখায় সংগ্রাম করে

অধিকার আদায় করতে,

একুশ শেখায় ন্যায়ের জন্য

জীবন দিয়ে লড়তে।

লেখা পড়ায় করবো চর্চা

শুদ্ধ বাংলায়,

একুশ যেন সবসময় থাকে

আমাদের চেতনায়।

----------------------

অপেক্ষা

রোকসানা আক্তার

তোমার আসার অপেক্ষা করতে করতে

আমি ক্লান্ত চোখ বন্ধ করে

মনের জানালা খুলে দেই,

তুমি আমার অপেক্ষা তুচ্ছ মনে করে

আসা প্রয়োজন মনে করো নি!

তবুও আমি কান পেতে রই।

ভাবি, হয়তো ব্যস্ত তুমি, আটকে আছো

বিশেষ কোনো কাজে।

হয়তোবা আমি ডাকতেই পারিনি

দোষ নিয়ে নেই নিজে।

আবারও শুরু হয়

আমার অপেক্ষার পালা,

ভাবি,এসেই বলবে তুমি

"কই? তুমি কই গেলা?"

একটা সময় তুমি এসে

তাড়াহুড়ো করতে করতে

কতো কাজের বর্ণনা করো!

আমি অবাক হই!কেন?

কেন তুমি এতো বাহানা ধরো?

শুনতে কি পাওনা তুমি

আমার মনের আহবান?

না-কি ইচ্ছে করেই দূরে রাখো

কঠিন করে নিজের মন!

এ উত্তর পাইনা খুঁজে

প্রশ্ন যখন মনটা করে,

মনের সাথে কথা বলে

কষ্টগুলো ফেলে দেই ঝেড়ে।

কখনও মধুর স্বরে ডাক দিয়ে যাও

আমায় পাগল করে,

কিছু সময়, কিছু কথা আবারও

মায়ার জালে বন্দী করে।

আমি দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে

শুনে যাই তোমার কথা ,

বলতে পারলে নিজের কথা

ভুলে যাই সব ব্যাথা।

হঠাৎ করে যাও তুমি চলে

আমাকে একাই ফেলে।

আবারও শুরু হয় আমার অপেক্ষা!